

প্রথম খণ্ড

08 DEC 2025

ছয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পেল এসএমই পুরস্কার

এসএমই পণ্য মেলা শুরু

আট দিনব্যাপী এই মেলায় ৩৫০-এর বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের পণ্য নিয়ে রাজধানীতে শুরু হয়েছে জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা। আট দিনব্যাপী এই মেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৫০-এর বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নিয়েছেন।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল ১২তম জাতীয় এসএমই মেলার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিবাদের মতো দেওয়া হয়েছে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার। এসএমই খাতে রপ্তানি, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানসহ নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখায় এবার পুরস্কার পেয়েছেন পাঁচ উদ্যোক্তা ও এক স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কারের বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (নারী) শ্রেণিতে পুরস্কার পান আহ্লাদ ফ্যাশনসের স্বত্বাধিকারী জুয়েনা ফেরদৌস। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পাটের ব্যাগ, গৃহসজ্জা, হস্তশিল্প পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডসসহ পাঁচটি দেশে রপ্তানি হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৫ জন স্থায়ী কর্মী ও ৮০ জনের অধিক গ্রামীণ নারী কারিগর রয়েছেন। আর বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (পুরুষ) শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছেন প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান রিবানার স্বত্বাধিকারী মো. ওয়াহিদুজ্জামান। ছাগলের দুধ, নিম, বাদামসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে প্রসাধন পণ্য তৈরি করে প্রতিষ্ঠানটি। ২০২১ সাল প্রতিষ্ঠানটি তাদের উৎপাদিত পণ্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম আমাজনের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে।

বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী) শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছে সুতার কাব্য নামে প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মোছাম্মৎ সিরাজুম মুনিরা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নকশিকর্মা, শতরঞ্জি, জুট রাগ, টেবিল রানারসহ নানা পণ্য রপ্তানি করেন। এ ছাড়া বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ) শ্রেণিতে পুরস্কার পায় আমান প্লাস্টিক টয়েজ ইন্ডাস্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী আমান উল্লাহ। ১০ বছর আগে ৯৩ হাজার টাকা ও ৪ জন কর্মচারী দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১১৮ কর্মী কাজ করছেন। বর্তমানে আমানের তৈরি খেলনা সৌদি আরব, ইতালি, শ্রীলঙ্কা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ) শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছে অপরাডেজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। অপরাডেজের স্বত্বাধিকারী কাজী মো. মনির হোসেন পাট, হোগলাপাতা, সি গ্রাস এবং কাইসা ঘাসসহ নানা উপাদান দিয়ে ব্যাগসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করেন। গত অর্থবছর প্রতিষ্ঠানটি ১৬ দেশে ২০ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। এ ছাড়া বর্ষসেরা স্টার্টআপ শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছে স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান ডুবোটেক ডিজিটাল, এটি আন্ডারওয়াটার বা পানির নিচে রোবোটিকস গবেষণা দল ডুবোটেক। স্টার্টআপটি বিশ্বের শীর্ষ আন্ডারওয়াটার রোবোটিকস প্রতিযোগিতা রোবোসাব এ ওয়ার্ল্ড রানার্সআপ হয়েছে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মাসরুর আরেফিন, উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের নাসরীন ফাতেমা আউয়াল, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো. মুসফিকুর রহমান, এমডি আনোয়ার হোসেন চৌধুরী প্রমুখ।

আয়োজকেরা জানান, জাতীয় এসএমই মেলা ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।



প্রশংসা
08 DEC 2025

চার শিল্পপ্রতিষ্ঠান পেল সম্মাননা

এইচএসবিসি এক্সপোর্ট অ্যাওয়ার্ড

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে এসব প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রপ্তানি বাণিজ্য ও টেকসই উন্নয়নে অবদানের জন্য 'এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে দেশের চার শিল্পপ্রতিষ্ঠান। বহুজাতিক দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন বা এইচএসবিসি নবমবারের মতো সেরা রপ্তানিকারকের এই সম্মাননা দিয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর র্যাডিসন ব্লু হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এ বছর মোট চারটি শ্রেণিতে এই চার প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননা পাওয়া সব প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি খাতে অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পোশাক খাতের জন্য এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স পদক পেয়েছে ডিবিএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ফ্লামিংগো ফ্যাশনস। বছরে রপ্তানি আয় ১০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি, এমন শ্রেণিতে এই পদক দেওয়া হয়েছে। রপ্তানি আয় বছরে ৫ কোটি ডলারের বেশি, তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের এমন সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে পদক পেয়েছে এনজেড টেক্স গ্রুপ।

এ ছাড়া রপ্তানি আয় বছরে এক কোটি ডলারের বেশি, উৎপাদনশীল শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

উদীয়মান ও অসনাতন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পদক পেয়েছে আকিজবশির গ্রুপের প্রতিষ্ঠান জনতা জুট মিলস ও সাদাত জুট ইন্ডাস্ট্রিজ। সেবা খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি খাতে উদীয়মান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পদক পেয়েছে উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড। এ শ্রেণিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য ছিল ৫০ লাখ ডলার।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ফ্লামিংগো ফ্যাশন রপ্তানিনির্ভর প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের ৫০টি দেশের প্রধান ব্র্যান্ডগুলোর কাছে পোশাক সরবরাহ করে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে ১১৮ উৎপাদন লাইন। ফ্লামিংগো ফ্যাশনের ৬০ শতাংশ কাঁচামাল স্বনির্ভর। ফ্লামিংগো বছরে ৪ কোটি ৪০ লাখ পিস পোশাক সরবরাহ করে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পানির পুনর্ব্যবহারসহ নানা টেকসই উদ্যোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

এনজেড টেক্স গ্রুপ বৈশ্বিক পোশাক ব্র্যান্ডগুলোর জন্য উচ্চমানের সূতা এবং কাপড় সরবরাহ করে থাকে। গ্রুপটি বছরে ৫২ হাজার টন সূতা উৎপাদন করে।

আকিজবশির গ্রুপের প্রতিষ্ঠান জনতা জুট মিলস ও সাদাত জুট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রচলিত পাটপণ্য থেকে সরে এসে উচ্চমূল্যের বৈচিত্র্যময় পণ্যের দিকে প্রসারিত হয়েছে। প্রায় ৯০টি দেশে পাটপণ্য রপ্তানি করছে প্রতিষ্ঠান দুটি।

উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড প্রযুক্তিভিত্তিক পরিষেবানির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকায় অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের সেমিকন্ডাক্টরের নকশা সরবরাহ করে। প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্র, চীন, তাইওয়ান ও ভারতের শীর্ষস্থানীয় গ্রাহকদের কাছে উন্নত নকশা পরিষেবা দেয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর ও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের উদ্যোক্তারা সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন। আমরা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছি। তাঁদের পাশে আছি আমরা।'

গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'এ দেশের উদ্যোক্তাদের রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে কাজ করতে হবে। আমাদের অনেক সুযোগ আছে।'

বক্তব্য দেন এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মাহবুব উর রহমান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের রপ্তানি বাজার বড় করার সঠিক লক্ষ্য ও উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার-সুবিধা, সঠিক রপ্তানি গন্তব্য ঠিক করা ও বাণিজ্য সীমিতির দিকে জোর দিতে হবে।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় এখন কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। জবাবে হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ বলেন, 'ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ভুয়া মামলা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। প্রতিদিন কিছু ব্যক্তি মামলা করছেন, সেখানে ব্যবসায়ীদের আসামি করা হচ্ছে।'

এ বিষয়ে বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) চেয়ারম্যান আবদুল হাই সরকার বলেন, নির্বাচন হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। নির্বাচনই এখন আমাদের একমাত্র চাওয়া।



বণিক বার্তা

08 DEC 2025

জাতীয় এসএমই পণ্যমেলা শুরু বর্ষসেরার পুরস্কার পেলেন ছয় উদ্যোক্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) উদ্যোক্তাদের নিয়ে আয়োজন করেছে আট দিনব্যাপী '১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২৫'। ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্প, গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। এ সময় ছয়টি শ্রেণীতে এসএমই খাতের ছয়জন উদ্যোক্তাকে জাতীয় এসএমই পুরস্কার দেয়া হয়।

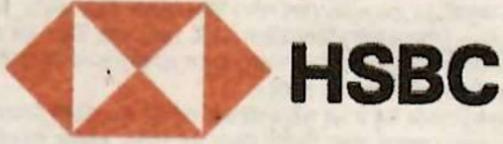
এবার বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (নারী) ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছেন পাটের ব্যাগ, হোম-ডেকর ও হস্তশিল্প পণ্য প্রস্তুত এবং বিপণনকারী রংপুরের জুয়েনা ফেরদৌস। বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (পুরুষ) ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হয়েছেন হাতে তৈরি সাবান, বিভিন্ন ধরনের তেল ও কসমেটিকস পণ্য প্রস্তুতকারী ঢাকার উদ্যোক্তা মো. ওয়াহিদুজ্জামান। বিভিন্ন ধরনের পাট দিয়ে ঐতিহ্যবাহী পণ্য প্রস্তুতকারী দিনাজপুরের মোছাম্মৎ সিরাজুম মনিরা জিতেছেন বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার (নারী) পুরস্কার। পুরুষ ক্যাটাগরিতে বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পুরস্কার পেয়েছেন ঢাকার খেলনা পণ্যের উৎপাদক আমান উল্লাহ। বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ) নির্বাচিত হয়েছেন নারায়ণগঞ্জের পাটের ব্যাগ ও বুড়ি প্রস্তুতকারক কাজী মো. মনির হোসেন। এছাড়া বর্ষসেরা স্টার্টআপ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছেন ডুবোটেক ডিজিটাল লিমিটেডের মো. মাহফুজুল হক।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নূরুজ্জামান। সম্মানিত অতিথি ছিলেন সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাসরুর আরেফিন।

এ সময় এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্যমেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক সামিম আহমেদ ও উইমেন অস্ট্রাপ্রেনিউর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি নাসরীন ফাতেমা আউয়াল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।



এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে গভর্নর রফতানি বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যায়ণ ছাড়া স্থায়ী প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়



‘বাংলাদেশ এগোচ্ছে, তবে আমাদের সামর্থ্য আরো অনেক বেশি। রফতানি পণ্যে বৈচিত্র্য শুরু হতে হবে দেশের সবচেয়ে বড় রফতানি খাত তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। এ খাতের উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক বাজার বোঝেন, তাই তাদের অভিজ্ঞতা নতুন খাতে বিনিয়োগে সবচেয়ে কার্যকর হবে। প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের উচিত হবে নতুন সুযোগ অনুসন্ধান ও খাতে প্রবেশ করা। আমাদের অব্যাহত সুযোগ আছে, সেগুলো আমাদের কাজে লাগাতে হবে।’

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে টেকসই রাখতে রফতানিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, ‘বিশ্ব প্রতিযোগিতার যুগে রফতানিমুখী অর্থনীতি ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে একটি খাতের ওপর নির্ভর করে থাকা যাবে না। বৈশ্বিক বাজারে আমরা বিভিন্ন ধরনের পণ্য রফতানি করলেও একটির বাইরে বাকি খাতগুলোর অবদান খুবই নগণ্য। দেশের স্থায়ী প্রবৃদ্ধির জন্য রফতানি বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যায়ণের কোনো বিকল্প নেই।’

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত ‘এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন গভর্নর। রফতানি খাতে অসামান্য অবদান রাখায় চারটি শ্রেণীতে চারটি প্রতিষ্ঠানকে ‘এক্সপোর্টার অব দ্য ইয়ার’ সম্মাননা জানায় দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এইচএসবিসি) বাংলাদেশ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ব্রিটিশ হাইকমিশন ঢাকার সহায়তায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে পোশাক খাতের জন্য এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ফ্লামিংগো ফ্যাশনস লিমিটেড। বছরে রফতানি আয় ১০ কোটি ডলারের বেশি শ্রেণীতে ডিবিএল গ্রুপের এ প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কারটি দেয়া হয়। রফতানি আয় বছরে ৫ কোটি ডলারের বেশি শ্রেণীতে পুরস্কার পেয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠান এনজ্বেড টেক্স গ্রুপ। বার্ষিক ১ কোটি ডলারের বেশি রফতানি আয় শ্রেণীতে পুরস্কার পেয়েছে অসানতন ও উদীয়মান (উৎপাদন) ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান জনতা জুট মিলস লিমিটেড অ্যান্ড সাদাত জুট ইন্ডাস্ট্রিজ। এছাড়া বার্ষিক ৫০ লাখ ডলার রফতানি আয় শ্রেণীতে পুরস্কার পেয়েছে অসানতন ও উদীয়মান (সেবা) খাতের প্রতিষ্ঠান উক্সাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ এগোচ্ছে, তবে আমাদের সামর্থ্য আরো অনেক বেশি। রফতানি পণ্যে বৈচিত্র্য শুরু হতে হবে দেশের সবচেয়ে বড় রফতানি খাত তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি) থেকে। এ খাতের উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক বাজার বোঝেন, তাই তাদের অভিজ্ঞতা নতুন খাতে এরপর ১১ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বিনিয়োগে সবচেয়ে কার্যকর হবে। আরএমজি ও অন্যান্য খাতে প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের উচিত হবে নতুন সুযোগ অনুসন্ধান ও খাতে প্রবেশ করা। আমাদের অব্যাহত সুযোগ আছে, সেগুলো আমাদের কাজে লাগাতে হবে।’

গভর্নর বলেন, ‘একটা কথা প্রচলিত আছে যে রফতানি করে, নইলে পিছিয়ে পড়ো। বর্তমান বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার যুগে রফতানি শক্তি ছাড়া স্থায়ী প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। আমাদের জীবনমান ধরে রাখতে চাইলে, মুদ্রা স্থিতিশীল রাখতে চাইলে, শক্তিশালী ও টেকসই বৈদেশিক লেনদেন বজায় রাখতে চাইলে রফতানিই আমাদের অপরিহার্য পথ। পূর্ব এশিয়ার যেসব দেশ জীবনমান, প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বড় সফলতা দেখিয়েছে, তারা সবাই রফতানির ওপর ভর করেই এগিয়েছে। আর এ যাত্রার কেন্দ্রে সরকার নয়, বরং বেসরকারি খাতই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ আলাদা সমাজতান্ত্রিক চীনের মতো দেশেও বেসরকারি উদ্যোগই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রফতানির সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি। তাই নীতিনির্ধারক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করা, রফতানিকারকদের সমর্থন দেয়া এবং এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে বেসরকারি খাত বিস্তার, উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতায় আরো এগিয়ে যেতে পারে।’

উদ্যোক্তা, শিল্পনেতা ও তরুণ প্রজন্মকে দেশের রফতানি ভিত্তি প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়ে গভর্নর বলেন, ‘বর্তমানে বাংলাদেশ ১০ হাজারের বেশি পণ্য রফতানি করে, কিন্তু অধিকাংশ পণ্যের আয় এখনো খুব ছোট। অথচ প্রত্যেকটি খাতেরই বড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা সে সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি। উদ্যোক্তা, শিল্পনেতা ও তরুণ প্রজন্মকে বলব, রফতানি খাতকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে এর ভিত্তিকে প্রসারিত করুন। বাংলাদেশকে এমন স্তরে নিয়ে যান, যা দেখে বিশ্বের অন্যরা অনুপ্রাণিত হবে। প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও বিশ্ববাজারে দ্রুত প্রবেশাধিকার বাড়াতে বিদেশী বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য আমাদের বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে আরো মনোযোগী হতে হবে। এর ফলে বাংলাদেশ বহুমুখী অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে।’

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, ‘বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি, সাপ্লাই চেইনে ব্যাঘাত, গুণমানের পরিবর্তনসহ নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রফতানিকারকরা যথেষ্ট স্থিতিশীলতা দেখিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের প্রায় ৫৬ বিলিয়নের রফতানি আয় শুধু গতানুগতিক প্রবৃদ্ধি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ডিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন খাতগুলোর ধারাবাহিক উত্থানকেও প্রতিফলিত করেছে। শুধু একক পণ্য রফতানি নয়, বহু খাতের যৌথ প্রচেষ্টাই এখন জাতীয় সাফল্যের ভিত্তি।’

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘ভূরাজনৈতিক পুনর্গঠন, নতুন কমপ্ল্যেঙ্গ মানদণ্ড ও ডিজিটাল রূপান্তর বিশ্ব বাণিজ্যকে নতুনভাবে তৈরি করেছে। তাই বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে আরো শক্ত অবস্থান তৈরি করতে এবং স্বল্পমত দেশ থেকে উত্তরণের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা, কমপ্ল্যেঙ্গ, পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং ডিজিটাল রূপান্তরকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।’

অনুষ্ঠানের আরেক বিশেষ অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত সারা হুক বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশীদার। অর্থনীতি, ফ্যাশন, শিক্ষা, জ্বালানিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে এবং একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে যুক্তরাজ্য একসঙ্গে কাজ করতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যবসা পরিবেশের উন্নতি ও নিয়ন্ত্রক জটিলতা কমাতে আমরা এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করছি। যুক্তরাজ্যের রাজস্ব ও গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে কাষ্টমস আধুনিকায়নের জন্য একটি চুক্তি করেছে। এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও বাংলাদেশ ২০২৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের বাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশাধিকার পাবে। টেকসই অর্থায়ন ও বাণিজ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণে যুক্তরাজ্যের এ রকম বিভিন্ন সহযোগিতা ও অংশীদারত্ব বাংলাদেশের ব্যবসাকে বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে আরো শক্তভাবে সংযুক্ত করতে সাহায্য করছে। আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের অংশীদারত্বকে বিশেষভাবে মূল্য দিই।’

এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহবুব উর রহমান বলেন, ‘২০০৫-১৫ সালে আমাদের রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন গুণ করে। কিন্তু ২০১৫-২৫ সময়ের রফতানি প্রবৃদ্ধির হার দেড় গুণ মাত্র। দেড় গুণ প্রবৃদ্ধির এ ধারা চলতে থাকলে ২০৩০ সালে আমাদের রফতানির আকার দাঁড়াবে ৭৫ বিলিয়নে, আর দ্বিগুণ করে হলে তা দাঁড়াবে ১০০ বিলিয়নে। তাই আমাদের রফতানির বাজার বড় করতে সঠিক লক্ষ্য ও উদ্যোগ নেয়ার এখনই সময়। এ জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার সুবিধা, সঠিক রফতানি গন্তব্য ঠিক করা ও বাণিজ্য কূটনীতির দিকে জোর দিতে হবে। বিশ্ববাজারের বহুমুখীকরণ, বিদ্যমান ও আসন্ন প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড চুক্তির সাফল্য অর্জন করতে হলে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।’

অনুষ্ঠানে ‘সাসটেইনিং হাই পারফরম্যান্স’ বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানসিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ‘কগনাসিটি’র পারফরম্যান্স অ্যান্ড ওয়েলবিং সাইকোলজিস্ট জেইক লাভলক। এতে দেশের বিভিন্ন শিল্প খাতের উদ্যোক্তা, ব্যাংকের নির্বাহীসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।



Climate change reducing RMG productivity

Finds BIDS study

STAR BUSINESS REPORT

Climate change is already denting production in Bangladesh's garment factories as rising temperatures reduce worker productivity, according to a study presented yesterday.

The research, titled "Global Value Chains and Climate Change Governance: Garment Producers' Futures", said excessive heat inside factories poses a major barrier to social upgrading.

Mohammad Harunur Rashid

Bhuyan, senior research fellow at the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), carried out the work with Rachel Alexander. He presented the findings at a session of the Annual BIDS Conference on Development in Dhaka.

The study noted that climate refugees are increasingly taking up jobs in the garment sector. As their numbers rise, more may enter the workforce, which "may have negative impacts on wages".

Moreover, it said climate pressures could heighten gender-based violence and harassment as productivity falls and socio-economic vulnerability increases.

The global garment industry is a major emitter of greenhouse gases (GHG), releasing between 1.025 billion and 3.29 billion tonnes of CO₂e. This represents 2 percent to 7 percent of total worldwide emissions.

Fossil fuel-based energy across apparel production stages remains the main source of emissions, according to the study.

It said fertiliser and pesticides used in cotton farming and the production of polyester contribute heavily. During manufacturing, emissions are generated by sewing machines, production lines, and heating, ventilation and air conditioning systems.

The study said pressures to cut emissions may support environmental improvements in factories, although the shift to green energy in Bangladesh remains slow.

The government has pledged to produce at least 30 percent of electricity from renewable sources by 2041. Yet only 1.4 percent of Bangladesh's electricity in 2019 came from renewables.

The study said factories depend almost entirely on the national grid, which needs to be "green for environmental

upgradation of this sector".

The government's Industry Policy 2022 encourages cleaner industrial practices by promoting effluent treatment plants, central ETPs, and assistance for industries seeking to apply clean development management to control greenhouse gases.

Producers, however, face steep costs, limited access to finance, technical constraints, and inadequate information and equipment, according to the study.

UNIONISED WORKERS EARNING MORE'

A separate study at the event examined wage patterns among manufacturing workers. Mahmudul Hasan, research associate at BIDS, said unionised workers consistently earn higher wages across all model specifications.

The study found that even after full controls, unionisation remains a strong determinant of earnings.

For garment workers, wages are 19 percent to 22 percent higher due to stronger compliance, formal structures, and higher skill intensity.

The research found no significant wage difference between unionised and non-unionised garment workers once characteristics and compliance were taken into account.



Four exporters receive HSBC excellence awards

Business leaders seek stability as policymakers push diversification and promise stronger support for global expansion



HSBC Export Excellence Awards 2025

Dhaka, 7 December 2025



Right to left, Enayetur Rahman, CEO of Ulkasemi Pvt Ltd; Md Saleudh Zaman Khan, MD of NZ Tex Group; Md Mahub ur Rahman, CEO of HSBC Bangladesh; Ahsan H Mansur, governor of Bangladesh Bank; Md Abdul Jabbar, MD of Flamingo Fashions Ltd; Sk Bashir Uddin, commerce adviser; MA Rahim, vice-chairman of DBL Group; Sarah Cooke, British high commissioner to Bangladesh; and Helal Ahmed, DMD of Janata Jute Mills and Sadat Jute Industries, pose for a photo at the HSBC Export Excellence Awards 2025 ceremony at the Radisson Blu Dhaka Water Garden yesterday.

PHOTO: HSBC

STAR BUSINESS REPORT

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) in Bangladesh has recognised four local companies with the HSBC Export Excellence Awards for their contribution to the country's export growth and global trade competitiveness.

The award recipients are Flamingo Fashions Limited, NZ Tex Group, Janata Jute Mills Limited and Sadat Jute Industries Limited, and Ulkasemi Pvt Limited.

The awards were handed over at an event at the Radisson Blu Water Garden Hotel in Dhaka yesterday. The programme was

organised in partnership with the commerce ministry and the British High Commission in Dhaka, while KPMG Advisory Services was the technical partner.

Mohammad Enayetur Rahman, chief executive officer and president of Ulkasemi, Md Saleudh Zaman Khan, managing director of NZ Tex Group, Md Abdul Jabbar, managing director of Flamingo Fashions Limited, and Helal Ahmed, deputy managing director of Janata Jute Mills Limited and Sadat Jute Industries Limited, received the awards.

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin attended the event as the chief guest. British High Commissioner to Bangladesh Sarah

Cooke joined as the special guest. Bangladesh Bank Governor Ahsan H Mansur, HSBC Bangladesh Chief Executive Officer Md Mahub ur Rahman and representatives from a wide range of sectors were also present.

This year's winners were chosen based on several factors, such as annual contribution to national exports and the wider economy, diversity, responsibility, sustainable business practices, strength in governance, and regulatory compliance, HSBC said in a statement.

Flamingo Fashions Limited received the Export Excellence award in the ready-made



garments category for export revenue of \$100 million and above.

The vertically integrated manufacturer produces 44 million pieces a year and supplies brands in 50 countries. It has invested in GRS-certified recycling, renewable energy, and water-efficient dyeing as part of a broader sustainability drive.

NZ Tex Group won in the ready-made garments backward linkage category for export revenue of \$50 million and above.

The group produces 52,000 tonnes of yarn annually across spinning, woven, denim and linen operations. It holds certifications from several international sustainability bodies for its work in renewable energy and water-saving initiatives.

Janata Jute Mills Limited and Sadat Jute Industries Limited received the award in the non-traditional and emerging sectors manufacturing category for export revenue of \$10 million and above.

The company was recognised for expanding jute into technical textiles, geo textiles and sustainable packaging, with exports reaching nearly 90 countries.

Alongside classic hessian and sacking, the firm now produces technical textiles, geo textiles, non-woven felt, retail accessories and eco-friendly packaging.

The use of renewable energy, resource-efficient operations and investment in workforce development highlight its advancement as an emerging leader in modern manufacturing.

Ulkasemi Pvt Limited won in the non-traditional and emerging sectors category for export revenue of \$5 million and above.

As a design centre alliance partner of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, one of only 29 globally, Ulkasemi provides design, verification, custom layouts and post-silicon services for clients in the United States, China, Taiwan and India.

"Today's awards celebrate the grit

and ambition of our exporters, but the path ahead requires strategic evolution," said HSBC Bangladesh CEO Rahman.

"While acknowledging the current success, we must work collaboratively for the country to achieve greater market diversification and maximise the benefits of existing and future preferential trade agreements," he added.

BUSINESSES CALL FOR STABILITY

At the event, business leaders were asked about the challenges they faced over the past 12 months. They pointed to "mob justice", political uncertainty and frequent policy shifts as major concerns.



Today's awards celebrate the grit and ambition of our exporters, but the path ahead requires strategic evolution

Mahbub ur Rahman
CEO, HSBC Bangladesh

AK Azad, former president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, said anxiety has grown among businesses as many fear becoming targets of false cases. Some vested groups have filed baseless allegations against entrepreneurs.

Abdul Hai Sarkar, president of the Bangladesh Association of Banks, said he believed these fears and wider challenges would ease once the national election is held.

At the programme, Bangladesh Bank Governor Ahsan H Mansur said the country has huge potential to expand and diversify its exports.

He said the private sector must drive this diversification. "Diversification should start from our

best performing sector RMG."

The BB governor said exporters need to broaden their markets and explore new sectors, as they already understand global value chains and have room to expand.

The governor said he would always stand by exporters on the exchange rate policy.

Sarah Cooke, British High Commissioner to Bangladesh, reaffirmed the United Kingdom's commitment to supporting Bangladesh's economic growth through trade, investment and strategic partnerships, with a focus on sustainability, innovation and inclusive development.

She said UK businesses have long contributed to Bangladesh's progress, from finance to fashion. "After Bangladesh's graduation from LDC status, exports can only be the engine of economic growth and job creation."

She added that trade success rests on people, partnerships and shared values. The high commissioner said the UK is working with the interim government to improve the ease of doing business, including reducing red tape through initiatives with the Bangladesh Investment Development Authority (Bida).

She added that the UK is also investing in Bangladesh's future through British International Investment and UK Export Finance, which have £2 billion available for projects in areas such as infrastructure, renewable energy and aviation.

"Together, we can build a future that is innovative, resilient, and green," she said.

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin said exporters play a vital role in the country's economy.

"Our exporters are champions in resilience."

The adviser said the commerce ministry is working to support the private sector by prioritising competitiveness and innovation to help businesses secure greater export opportunities.



A stronger future for Bangladesh's export economy

MAMUN RASHID

For more than forty years, Bangladesh has carried a remarkable story of economic transformation. A country rooted in agriculture built one of the world's most influential apparel industries through grit, discipline and a willingness to learn. The label "Made in Bangladesh" travelled across continents because workers and entrepreneurs believed they could do something bigger than their circumstances. That belief helped reshape the national economy and identity.

But today the landscape looks more uncertain. Export earnings have been falling for four consecutive months, a sign that the long-trusted engine is facing pressure. In November, Bangladesh exported goods worth \$3.89 billion, about five and a half percent lower than the same month a year earlier, when the figure was \$4.12 billion. According to the Export Promotion Bureau (EPB), almost all major sectors saw declines in November. Apparel, jute, agricultural processed goods, home textiles, non-leather footwear, frozen food and plastics all registered drops. Only leather and leather goods managed to grow. Even apparel, the strongest pillar, was down by five percent.

These shifts are not happening in isolation. Global markets are adjusting to changing tariff regimes, political tensions and evolving consumption patterns. Buyers in key regions are reassessing costs, placing smaller orders and negotiating harder. A combination of price adjustments and softer demand has created a slowdown that is affecting several producing countries, including Bangladesh. This is a reminder that no matter how strong an industry may be, its fortunes can still be shaped by geopolitical forces beyond national control.

This is why the conversation on diversifying the export base feels more urgent than it did a decade ago. Bangladesh cannot rely on a single sector to sustain long-term growth. The apparel industry will remain a cornerstone, but it cannot be the only path to resilience. There are promising alternatives emerging. Plastics and packaging, furniture and light engineering, frozen and processed foods and software and



digital services all show real potential. Some Bangladeshi companies in these sectors have already reached international markets, often with little coordinated support. Their progress suggests what is possible if the country takes a more organised approach.

To chart that path, it helps to recall how the apparel sector rose in the first place. In the early years, Bangladesh did not have world-class factories or ready access to buyers. What it did have was ambition and a willingness to build partnerships. Entrepreneurs collaborated with experienced international firms, and groups of young Bangladeshis travelled abroad for hands-on training. They returned with knowledge that reshaped the sector. These early professionals later became managers, production specialists and eventually, for some of them, entrepreneurs. Their learning created the backbone of a national industry.

The principle remains relevant today. Countries rarely diversify by working alone. New sectors grow when skills, technology and market access move across borders through partnerships that are commercially aligned. Bangladesh has the foundation for this model. Universities, institutes and NGOs have long experience in delivering training at scale. Development finance institutions are increasingly interested in supporting sectors that can mature into export industries. IFC and FCDO both came forward in the recent past. What is needed now is focus and coordination.

Diversification works best when a country chooses

The Daily Star

08 DEC 2025

In November, Bangladesh exported goods worth \$3.89 billion, about five and a half percent lower than the same month a year earlier, when the figure was \$4.12 billion. According to the Export Promotion Bureau (EPB), almost all major sectors saw declines in November. Apparel, jute, agricultural processed goods, home textiles, non-leather footwear, frozen food and plastics all registered drops. Only leather and leather goods managed to grow. Even apparel, the strongest pillar, was down by five percent.

These shifts are not happening in isolation. Global markets are adjusting to changing tariff regimes, political tensions and evolving consumption patterns. Buyers in key regions are reassessing costs, placing smaller orders and negotiating harder. A combination of price adjustments and softer demand has created a slowdown that is affecting several producing countries, including Bangladesh. This is a reminder that no matter how strong an industry may be, its fortunes can still be shaped by geopolitical forces beyond national control.



This is why the conversation on diversifying the export base feels more urgent than it did a decade ago. Bangladesh cannot rely on a single sector to sustain long-term growth. The apparel industry will remain a cornerstone, but it cannot be the only path to resilience. There are promising alternatives emerging. Plastics and packaging, furniture and light engineering, frozen and processed foods and software and

digital services all show real potential. Some Bangladeshi companies in these sectors have already reached international markets, often with little coordinated support. Their progress suggests what is possible if the country takes a more organised approach.

To chart that path, it helps to recall how the apparel sector rose in the first place. In the early years, Bangladesh did not have world-class factories or ready access to buyers. What it did have was ambition and a willingness to build partnerships. Entrepreneurs collaborated with experienced international firms, and groups of young Bangladeshis travelled abroad for hands-on training. They returned with knowledge that reshaped the sector. These early professionals later became managers, production specialists and eventually, for some of them, entrepreneurs. Their learning created the backbone of a national industry.

The principle remains relevant today. Countries rarely diversify by working alone. New sectors grow when skills, technology and market access move across borders through partnerships that are commercially aligned. Bangladesh has the foundation for this model. Universities, institutes and NGOs have long experience in delivering training at scale. Development finance institutions are increasingly interested in supporting sectors that can mature into export industries. IFC and FCDO both came forward in the recent past. What is needed now is focus and coordination.

Diversification works best when a country chooses a few priority sectors and invests with discipline. That means building technical capacity, shaping supportive regulation, reducing friction for exporters and ensuring that early movers have the room to grow. When the focus is clear, industries can mature faster and attract stronger partnerships.

The apparel sector still has room to expand through new materials, automation, sustainability and access to emerging markets. But it cannot remain the only driver of an economy approaching half a trillion dollars. The recent decline in export earnings is not a crisis. It is a signal that the time has come to widen national horizons and move beyond a single engine.

The writer is an economic analyst and chairman at Financial Excellence Ltd



The headwinds export sector faces

The choice before Bangladesh is clear: continue down the path of dangerous concentration or embrace the challenging but necessary work of diversification

writes

Syed Fattahul Alim



Bangladesh's export sector has of late been facing headwinds mainly from the dual impact of the fall in demand in the international market and the reciprocal tariff imposed by the USA. According to the Export Promotion Bureau (EPB), last November Bangladesh exported merchandise worth US\$3.89 billion. This is less than what the country exported in the same month last year by 5.54 per cent, the earning from exports was worth US\$4.11 billion. Garments as usual is obviously the most exposed to any negative development in the world market. So, by earning about US\$3.14 billion in November, the largest share of last month's fall in merchandise export was also borne by this sector (at 4.8 per cent) since in the same month last year, the apparel sector fetched US\$3.30 billion. However, a single month's poor performance may not be enough argument to say that the country's export is performing badly. But a similar trend of fall in exports compared to the previous year has been demonstrated during the past three months, too. Even making allowances for the disruptions in business activities caused in the wake of the July uprising of 2024, the development is still concerning. If Bangladesh's graduation takes place as scheduled in November next year (2026), the export sector is going to come up against the challenges of a highly competitive market as it would then be bereft of the preferential treatments it so far received from the major export destinations like the European markets. So, as the proverbial early bird catches the worm, so the preparations should be afoot to meet the upcoming post-graduation challenges for export. But to engage in future challenges, the issues that are urgent need to be addressed first. For the export figures presented in the foregoing do not merely reflect statistical fluctuations but a fundamental weakness in our export strategy. As is often discussed, the root cause of this weakness lies in the lack of export diversification. And the problem is that the ready-made garments (RMG) dominate the export basket taking an overwhelming share of 84.7 per cent of total exports. So, Bangladesh fell behind as it did not invest early enough in what the global market was clearly signalling-- man made fibre (MMF) and technical textiles over cotton basics, backward linkages in synthetics, quick design and product development and parallel bets on non textile value chains such as electronics and medical devices that peers cultivated a decade ago. The result is a revenue ceiling, when fashion downgrades to value lines during global slow-downs. A country concentrated in basics absorbs the price hit, while diversified competitors cross subsidize with higher margin categories that buyers cannot easily bargain down. Leather and footwear should be first in line with modern effluent treatment across the Savar tannery estate, traceability systems and design support. Bangladesh can develop branded original equipment manufacturer (OEM) footwear and leather goods where per pair realizations exceed basic apparel. Incentives should reward environmental compliance, LWG certification and higher local value addition in accessories. Agro processing is another natural winner. The country already exports processed foods to various

regulatory recognition and approvals. While neighboring countries invested in developing technological capabilities and high-value manufacturing, Bangladesh remained complacent with its garment-centric model. The absence of forward-looking industrial policies has left the country unprepared for shifting global demand patterns and vulnerable to sector-specific downturns. The government's export incentive structure further compounds this problem by reinforcing existing imbalances. Of the Tk 7,500 crore allocated for export incentives in FY2023-24, approximately 65 per cent went to the already-dominant garment sector. Meanwhile, emerging sectors with significant growth potential received disproportionately small allocations despite their need for support to achieve competitive scale. This misallocation represents a missed opportunity to nurture promising sectors that could diversify our export base. The pharmaceutical industry, for instance, has demonstrated remarkable potential, growing at 15.6 per cent annually with exports reaching US\$188 million in 2023. With appropriate incentives, industry experts project this figure could reach US\$400 million by 2026.

cent of current garment incentives towards these sectors could catalyse exponential growth and create a more resilient export economy. Individual success stories demonstrate what becomes possible when innovation receives proper support. Kazi IT Center, starting as a small software development firm, now exports specialised healthcare management systems to seven countries, generating US\$12 million annually. Similarly, Dhaka-based Bengal Plastic has successfully penetrated high-value European markets with specialised industrial components, commanding prices comparable to Chinese competitors. These examples illustrate that Bangladesh can compete globally in diverse sectors when entrepreneurs receive adequate support and policy backing. The path forward requires a fundamental rethinking of our export strategy--one that balances continued support for established sectors while aggressively developing new export capabilities. For Bangladesh to reverse its declining export revenue, policymakers must implement a balanced incentive structure that nurtures emerging sectors, invest in skills development beyond tradi-

November Bangladesh exported merchandise worth US\$3.89 billion. This is less than what the country exported in the same month last year by 5.54 per cent, the earning from exports was worth US\$4.11 billion. Garments as usual is obviously the most exposed to any negative development in the world market. So, by earning about US\$3.14 billion in November, the largest share of last month's fall in merchandise export was also borne by this sector (at 4.8 per cent) since in the same month last year, the apparel sector fetched US\$3.30 billion. However, a single month's poor performance may not be enough argument to say that the country's export is performing badly. But a similar trend of fall in exports compared to the previous year has been demonstrated during the past three months, too. Even making allowances for the disruptions in business activities caused in the wake of the July uprising of 2024, the development is still concerning. If Bangladesh's graduation takes place as scheduled in November next year (2026), the export sector is going to come up against the challenges of a highly competitive market as it would then be bereft of the preferential treatments it so far received from the major export destinations like the European markets. So, as the proverbial early bird catches the worm, so the preparations should be afoot to meet the upcoming post-graduation challenges for export. But to engage in future challenges, the issues that are urgent need to be addressed first. For the export figures presented in the foregoing do not merely reflect statistical fluctuations but a fundamental weakness in our export strategy. As is often discussed, the root cause of this weakness lies in the lack of export diversification. And the problem is that the ready-made garments (RMG) dominate the export basket taking an overwhelming share of 84.7 per cent of total exports. So, Bangladesh fell behind as it did not invest early enough in what the global market was clearly signalling--

man made fibre (MMF) and technical textiles over cotton basics, backward linkages in synthetics, quick turn design and product development and parallel bets on non textile value chains such as electronics and medical devices that peers cultivated a decade ago. The result is a revenue ceiling, when fashion downgrades to value lines during global slow-downs. A country concentrated in basics absorbs the price hit, while diversified competitors cross subsidize with higher margin categories that buyers cannot easily bargain down. Leather and footwear should be first in line with modern effluent treatment across the Savar tannery estate, traceability systems and design support. Bangladesh can develop branded original equipment manufacturer (OEM) footwear and leather goods where per pair realizations exceed basic apparel. Incentives should reward environmental compliance, LWG certification and higher local value addition in accessories. Agro processing is another natural winner. The country already exports processed foods to scores of markets, but Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) compliance, cold chain logistics and packaging finance are chronic bottlenecks. A ring fenced incentive for Hazard Analysis Critical Control Points /Brand Reputation Compliance Global Standards, formerly British Retail Consortium (HACCP/BRC) certification, zero interest loans for cold storage, and faster testing at accredited labs would unlock scale. Pharmaceuticals have a strong domestic base and growing exports. What holds back the next step is



regulatory recognition and approvals. While neighboring countries invested in developing technological capabilities and high-value manufacturing, Bangladesh remained complacent with its garment-centric model. The absence of forward-looking industrial policies has left the country unprepared for shifting global demand patterns and vulnerable to sector-specific downturns. The government's export incentive structure further compounds this problem by reinforcing existing imbalances. Of the Tk 7,500 crore allocated for export incentives in FY2023-24, approximately 65 per cent went to the already-dominant garment sector. Meanwhile, emerging sectors with significant growth potential received disproportionately small allocations despite their need for support to achieve competitive scale. This misallocation represents a missed opportunity to nurture promising sectors that could diversify our export base. The pharmaceutical industry, for instance, has demonstrated remarkable potential, growing at 15.6 per cent annually with exports reaching US\$188 million in 2023. With appropriate incentives, industry experts project this figure could exceed US\$1.0 billion by 2030. Similarly, the ICT sector, which currently contributes just US\$1.3 billion in exports, has the capacity to reach US\$ 5.0 billion within five years if given proper policy support. Light engineering products represent another untapped opportunity. Countries like Taiwan and South Korea transformed their economies by focusing on this sector, yet Bangladesh's light engineering exports remain below US\$500 million annually despite a skilled workforce and growing domestic capabilities. Redirecting even 20 per

cent of current garment incentives towards these sectors could catalyse exponential growth and create a more resilient export economy. Individual success stories demonstrate what becomes possible when innovation receives proper support. Kazi IT Center, starting as a small software development firm, now exports specialised healthcare management systems to seven countries, generating US\$12 million annually. Similarly, Dhaka-based Bengal Plastic has successfully penetrated high-value European markets with specialised industrial components, commanding prices comparable to Chinese competitors. These examples illustrate that Bangladesh can compete globally in diverse sectors when entrepreneurs receive adequate support and policy backing. The path forward requires a fundamental rethinking of our export strategy--one that balances continued support for established sectors while aggressively developing new export capabilities. For Bangladesh to reverse its declining export revenue, policymakers must implement a balanced incentive structure that nurtures emerging sectors, invest in skills development beyond traditional manufacturing, and establish specialized export promotion agencies for high-potential industries. Without these changes, the country risks watching its hard-earned export gains continue to erode in an increasingly competitive global marketplace. The choice before Bangladesh is clear: continue down the path of dangerous concentration or embrace the challenging but necessary work of diversification. Our economic future depends on making the right decision.

writes
Syed Fattahul Alim

sfalim.ds@gmail.com

Adilur for strengthening SME Foundation

Six receive SME Entrepreneur Award as SME Product Fair begins



Industries Adviser Adilur Rahman Khan inaugurates the 12th National SME Product Fair at the Bangladesh-China Friendship Conference Center in Agargaon on Sunday.

FE REPORT

Advisor for Industries, Housing and Public Works Adilur Rahman Khan has laid importance on strengthening the SME Foundation structurally to further energise the small and medium enterprise sector and accelerate its development for expanding domestic and international markets for different products. 'Strengthening the SME Foundation structurally into a robust and modern institution is now demand of the time,' he said while inaugurating the 12th National SME Product Fair at the Bangladesh-China Friendship conference centre in Agargaon on Sunday. He said apart from creating a strong domestic market, new markets for SME products are

needed to create. He laid emphasis on which products were exploring to see in high demand in which countries. The advisor also stressed taking effective steps to increase budget, human resources, research capacity, and technological infrastructure in this regard. Organised by SME Foundation, inaugural function of the largest exhibition having cent per cent local products was also addressed by Executive Chairman of the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, Additional Secretary of the Ministry of Industries Md. Nuruzzaman NDC and Member of the Board of Directors of the SME Foundation and President of the Women Entrepreneur

Association of Bangladesh Nasreen Fatema Awal, Managing Director and CEO of City Bank Masrur Arefeen as special guests. SME Foundation Managing Director Anwar Hossain Chowdhury delivered the welcome speech. City Bank is the main patron of the 12th National SME Product Fair 2025. Other sponsors include BRAC Bank, Eastern Bank, Bank Asia, IDLC Finance, Lanka Bangla Finance, United Finance, and IPDC Finance. At the inaugural function, six entrepreneurs won the 'National SME Entrepreneur Award 2025': Juyena Ferdous of Ahlad Fashions received the award from micro entrepreneur and female category while Mohammad Wahiduzzaman of Ribana from male

category). Others recipients and categories are Mosammat Sirajum Munira of Sutar Kabbo from small entrepreneur category as female, Aman Ullah of Aman Plastic Toys Industries as male, Kazi Md. Monir Hossain of Aparajeyo from medium entrepreneur category and Md. Mahfuzul Haque of Dubotech Digital from startup category. Around 350 SMEs are participating in this year's fair. 60 per cent are women entrepreneurs. Readymade garments sector dominates with 74 stalls, followed by handicrafts with 54, footwear and leather products 40, jute products 35, agriculture and food processing products (28), shital pati/Mats, bamboo, cane, Hogla, Areca Nut Leaf products, wood products (15), food products (14), light engineering (13), jewelry (9), cosmetics (7), IT-based services (5), herbal/medicinal products (5), plastic products (5), electrical and electronics (3) and furniture (3). Eight departments/agencies under the Ministry of Industries, nearly 15 government agencies, around 30 banks and financial institutions, and other organizations also provide services to entrepreneurs in the fair. smunima@yahoo.com



প্রকাশ আবেদন

08 DEC 2025

প্রথম প্রকাশ

সোমবার, ৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২



Government of the People's Republic of Bangladesh

Export Promotion Bureau
TCB Bhaban, 1, Kawran Bazar, Dhaka-1215
www.epb.gov.bd



No: 26.02.0000.055.53.056.24/44

Date: 07.12.2025

Re-Tender Notice

The 30th Dhaka International Trade Fair (DITF) 2026 will be held throughout the month of January 2026, starting from 01 January 2026. Applications/Tenders are hereby invited from interested Persons/Institutions for the allocation of a limited number of unallocated Stall/Pavilion/Restaurant and Foreign Stall spaces by 04:00 PM on 18 December 2025.

Pavilion / Stall / Restaurant Categories, Processing Fees, and Floor Rent (for local participants):					
Sl.	Category/Type/Name	Size (ft)	Application Processing Fee (Including VAT & Tax) Non Refundable	Floor Rate (Lowest Price of Rent/Royalty) (excluding VAT & Tax)	Unallocated Numbers
1	Premier Pavilion Platinum (PPP)	(50'x50')	Tk.20,000/-	Tk. 22,00,000/-	05
2	General Pavilion (GP)	(36'x36')	Tk. 20,000/-	Tk. 15,000,000/-	01, 02, 09, 10, 16, 17, 18 & 19
3	Mini Pavilion (MP)	(36'x17')	Tk. 14,000.00	Tk. 11,00,000/-	04, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23 & 24
4	Restaurant (R)	(50'x50')	Tk. 16,000.00	Tk. 17,00,000/-	02, 03, 06 & 07
5	Mini Restaurant (MR)	(20'x20')	Tk. 12,000.00	Tk. 6,50,000/-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 & 08
6	Premier Stall (PS)	(20'x20')	Tk. 7,000.00	Tk. 4,50,000/-	01, 02, 13, 14, 15, 17, 34, 35, 36, 37, 39 & 40
7	Premier Mini Stall (PMS)	(20'x10')	Tk. 7,000.00	Tk. 3,30,000/-	01, 13, 17, 19, 25, 26, 28, 30, 35 & 36
8	Foreign Premier Stall (FPS)	(20'x20')	US\$ 135.00	US\$ 7,000.00	01, 02, 03, 06 & 07

Application Submission Procedure:

02. Online Application:

- 2.1 Application Submission Link: <http://services.mincom.gov.bd/portal/ditf>
- 2.2 All Foreign applications shall be submitted through (e-mail: ditf@epb.gov.bd) concerned Bangladesh Missions abroad or through Missions of their own countries in Dhaka along with scanned copies of deposit slip of Application processing fee and security money.
- 2.3 Application Submission Start Date: 07.12.2025 & Closing Date & Time: 18.12.2025, 04:00 p.m. (local time)

03. All received applications/Tenders will be opened on the same day at 04:30 PM, in the presence of the applicants or their representatives.

04. All other terms and conditions published in the previous notice (dated 30 October 2025) shall remain unchanged.

Rusay
07.12.2025

Secretary (Deputy Secretary), Export Promotion Bureau (EPB)
and

Director, 30th Dhaka International Trade Fair (DITF) 2026 Secretariat

TCB Building (5th Floor), 1 Kawran Bazar, Dhaka-1215

Tel: +88-02-55013420 Fax: +88-02-55014024

Email: secy@epb.gov.bd, Website: www.epb.gov.bd, Facebook: [epb.gov.bd](https://www.facebook.com/epb.gov.bd)



Government of the People's Republic of Bangladesh

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban, 1, Kawran Bazar, Dhaka-1215

www.epb.gov.bd



No: 26.02.0000.055.53.056.24.44

Date: 07.12.2025

Re-Tender Notice

The 30th Dhaka International Trade Fair (DITF) 2026 will be held throughout the month of January 2026, starting from 01 January 2026. Applications/Tenders are hereby invited from interested Persons/Institutions for the allocation of a limited number of unallocated Stall/Pavilion/Restaurant and Foreign Stall spaces by 04:00 PM on 18 December 2025.

Pavilion / Stall / Restaurant Categories, Processing Fees, and Floor Rent (for local participants):					
Sl.	Category/Type/Name	Size (ft)	Application Processing Fee (Including VAT & Tax) Non Refundable	Floor Rate (Lowest Price of Rent/Royalty) (excluding VAT & Tax)	Unallocated Numbers
1	Premier Pavilion Platinum (PPP)	(50'x50')	Tk.20,000/-	Tk. 22,00,000/-	05
2	General Pavilion (GP)	(36'x36')	Tk. 20,000/-	Tk. 15,000,000/-	01, 02, 09, 10, 16, 17
3	Mini Pavilion (MP)	(36'x17')	Tk. 14,000.00	Tk. 11,00,000/-	04, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23 & 24
4	Restaurant (R)	(50'x50')	Tk. 16,000.00	Tk. 17,00,000/-	02, 03, 06 & 07
5	Mini Restaurant (MR)	(20'x20')	Tk. 12,000.00	Tk. 6,50,000/-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 & 08
6	Premier Stall (PS)	(20'x20')	Tk. 7,000.00	Tk. 4,50,000/-	01, 02, 13, 14, 15, 17, 34, 35, 36, 37
7	Premier Mini Stall (PMS)	(20'x10')	Tk. 7,000.00	Tk. 3,30,000/-	01, 13, 17, 19, 25, 26, 28, 30, 35 & 36
8	Foreign Premier Stall (FPS)	(20'x20')	US\$ 135.00	US\$ 7,000.00	01, 02, 03, 06 & 07

Application Submission Procedure:

02. Online Application:

2.1 Application Submission Link: <http://services.mincom.gov.bd/portal/ditf>

2.2 All Foreign applications shall be submitted through (e-mail: ditf@epb.gov.bd) concerned Bangladesh Missions abroad or through Missions of their own countries in Dhaka along with scanned copies of deposit slip of Application processing fee and security money.

2.3 Application Submission Start Date: 07.12.2025 & Closing Date & Time: 18.12.2025, 04:00 p.m. (local time)

03. All received applications/Tenders will be opened on the same day at 04:30 PM, in the presence of the applicants or their representatives.

04. All other terms and conditions published in the previous notice (dated 30 October 2025) shall remain unchanged.

[Signature]
07-12-2025

Secretary (Deputy Secretary), Export Promotion Bureau (EPB)
and

Director, 30th Dhaka International Trade Fair (DITF) 2026 Secretariat

TCB Building (5th Floor), 1 Kawran Bazar, Dhaka-1215

Tel: +88-02-55013420 Fax: +88-02-55014024

Email: secy@epb.gov.bd, Website: www.epb.gov.bd, Facebook: facebook.com/epb.gov.bd

